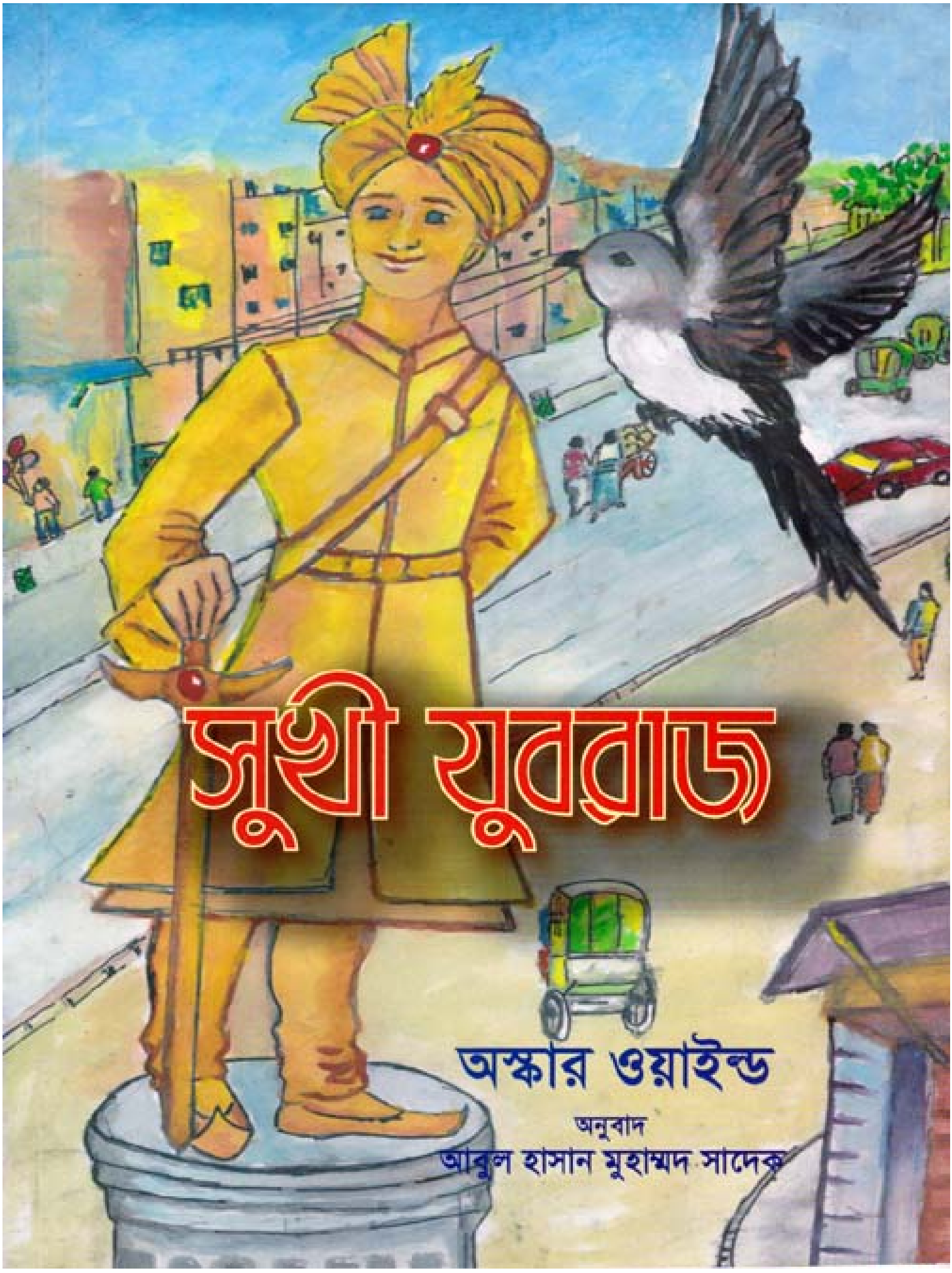

সুখী যুবরাজ

অস্কার ওয়াইল্ড

অনুবাদ

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

সুখী যুবরাজ

অস্কার ওয়াইল্ড

অনুবাদ
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

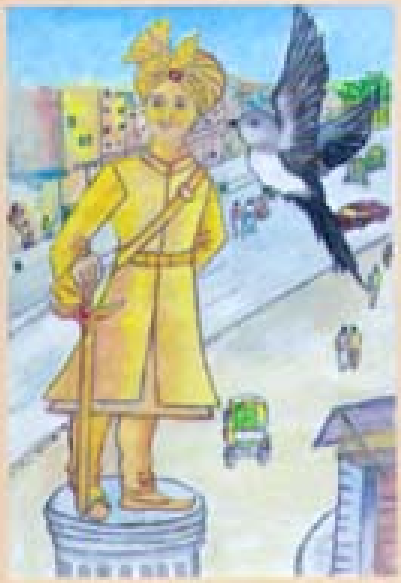

কথামালা

সুখী যুবরাজ (The Happy Prince)
মূল : অস্কার ওয়াইল্ড
অনুবাদ : আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৯

প্রকাশক
কথামালা
বাড়ি ১৪, রোড ২৮, সেক্টর ৭,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। ফোন: ০১৬৭৮৬৬৮৮০৩।

অংকন শিল্পী
সিফাত-ই-ইসলাম

মুদ্রণ : মেভিস প্রিন্টার্স

পরিবেশক
চলন্তিকা, ঢাকা, (মোবাইল : ০১৫৫৮০০৯৬৯৩)।
পাতা প্রকাশনী, ঢাকা
নোলক প্রকাশনী, ঢাকা
বাকচর্চা, কলেজস্ট্রীট, কলকাতা (মোবাইল : +৯১৭৮৯০১৪০৯৭৯)
www. rokomari.com

মূল্য : ১০০/- টাকা

Shukhi Juboraj (The Happy Prince)
Author: Oscar Wilde
Bengali Translation: Abul Hasan M. Sadeq
First Edition : February 2019
Published by : Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara, Dhaka-1230.
Price : Tk 100.00; $ 3.00

ISBN No. : 978-984-92519-7-2

উৎসর্গ

এই বই পড়ে যারা
সুখী যুবরাজ হতে চাও
তাদের হাতে .....

সুখী যুবরাজ

বহু দূরের এক দেশ। সে দেশে ছিল এক মনোরম রাজপ্রাসাদ। সেখানে পরম সুখে বাস করতো এক যুবরাজ। সেই প্রাসাদে কখনো কোন দুঃখকষ্ট প্রবেশ করেনি। যুবরাজ সারাদিন বন্ধুদের নিয়ে প্রাসাদের বাগানে খেলা করতো। রাত কাটতো বন্ধুদের নিয়ে হাসি তামাশা আর গান বাজনা করে। আর তা হতো প্রাসাদের সব চেয়ে বড় হলটিতে। সেখানে সবকিছুই ছিল মনোরম।

কিন্তু দেশের অন্যসব মানুষের কি অবস্থা? রাজপুত্রের সে খবর ছিল না। সে তো প্রাসাদ ও বাগানের বাইরেই যায়নি। সে কখনো অন্য মানুষের কথা চিন্তা করেনি। আর তাদের ব্যাপারে জানার জন্য কাউকে জিজ্ঞেসও করেনি। এভাবে কাটে তার সুখের জীবন। এজন্য প্রাসাদের সবাই তাকে 'সুখী যুবরাজ' বলে ডাকে।

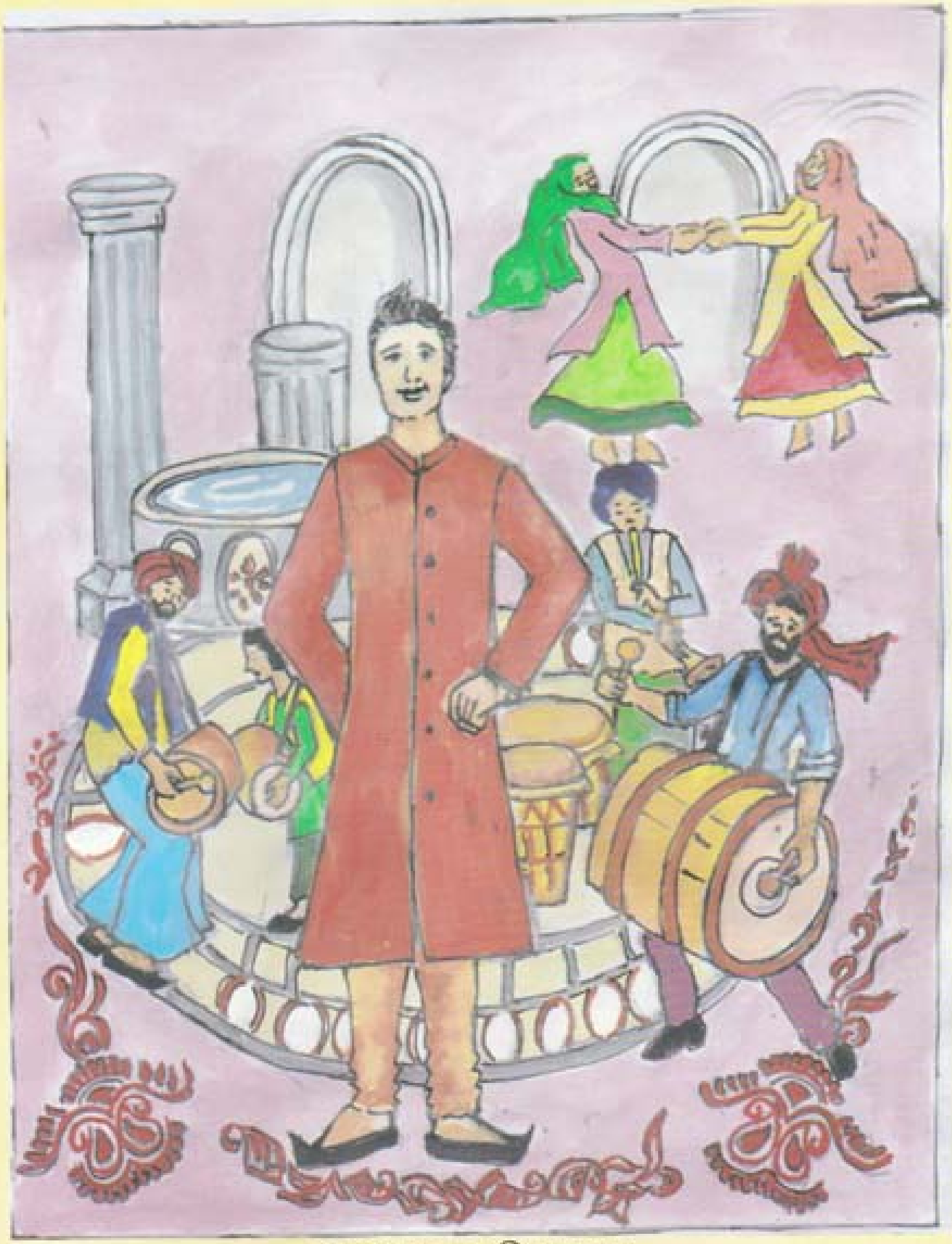

রাজপ্রাসাদে সুখী যুবরাজ

একদিন সে মারা যায়। তখন মানুষ তার একটি মূর্তি বানায়।

সুখী যুবরাজের সেই মূর্তিটি শহরের একটি উচুঁ স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হয়। সে মূর্তিটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত রয়েছে স্বর্ণ। তার দুটি চোখ নীল মুক্তা দিয়ে তৈরি। তার তলোয়ারে রয়েছে একটি বড় লাল টুকটুকে রুবি। শহরের সবাই এই মূর্তিটি ভালবাসে।

সুখী যুবরাজের সোনালী মূর্তি

শহরের একজন কর্মকর্তা বললো, যুবরাজের মূর্তিটি কতোই না সুন্দর। কিন্তু তার তেমন কিছু করার ক্ষমতা নেই। কখনো কোন শিশু যদি কোন নতুন কিছুর জন্য কাঁদতে থাকে, তখন তার মা তাকে বলে, "তুমি কেনো খুশি থাকতে পারো না? এই সুখী যুবরাজ তো কখনো নতুন কিছুর জন্য কাঁদে না!"

কখনো কোন দুখী ক্লান্ত মানুষ যদি সেই সোনালী মূর্তিটির দিকে তাকায়, সে মনে মনে বলে, "সত্যি তো, শহরে একজন প্রকৃত সুখী মানুষ আছে। এটি এক বিরাট ব্যাপার।"

কয়েকজন যুবক ছাত্র লাল জামা গায়ে পরে সে মূর্তির নিকট দিয়ে হেঁটে যায়। তারা রাজপুত্রের মুক্তা-চোখে সূর্য দেখতে পায়। তারা বলে, "দেখো, সে তো একজন ফেরেশতা।"

তাদের শিক্ষক এ কথা শুনে বলেন, "তোমরা কী বলছো? ফেরেশতা সম্পর্কে তোমরা কি জানো?"

তারা বলে, "আমরা স্বপ্নে ফেরেশতাদের দেখি।"

তাদের শিক্ষক রেগে বললেন, "তা হলে এমন স্বপ্ন দেখা বন্ধ করো।"

সুখী যুবরাজের মূর্তি দেখে সবাই মুগ্ধ

সে বছরের গোড়ার কথা। শহর থেকে অনেক দূরে এক নদী। সেখানে গ্রীষ্মের সময় যাযাবর পাখীরা আসে, দখিনা দেশের গরম থেকে বাঁচার জন্য। আবার গ্রীষ্মের শেষে ফিরে যায়। এই গ্রীষ্মেও এ শহরে একদল পাখি এলো। তাদের মধ্যে একটি পাখী নদীর পারে একটি কোমল লতানো গাছ দেখতে পেলো। লতাগাছটি ছিল বেশ লম্বা ও সুন্দর। তা দেখা মাত্রই পাখিটি তাকে পছন্দ করলো। ভালভেসে চুমো খেলো।

পাখিটি তাকে খোলাখুলি প্রশ্ন করলো, আমি কি তোমাকে ভালবাসতে পারি? কিন্তু লতাগাছ কোন জবাব দিলো না। শুধু উপর থেকে নিচে মাথা নাড়লো। পাখিটি ভাবলো, সে ভালবাসায় সাড়া পেয়েছে। তখন সে লতাগাছের চারদিকে উড়ে উড়ে আরো ভালবাসা দিলো।

অন্যান্য পাখীরা তার কাণ্ড দেখে হাসলো। তারা হাসলো গাছের প্রতি তার ভালবাসা দেখে। তারা বললো, গাছটির তো কোন টাকা পয়সা নেই। এ গরিব বেচারাকে ভালবেসে লাভ কি?

আসলে কথাটি ঠিক। নদীর ধারে তার সাথে আরো তো অনেক গাছই আছে। কাজেই শুধু একটিকে ভালবাসার কোন যুক্তি নেই।

কিন্তু পাখিটি তার বন্ধুদের কথায় কান দেয় না। সে তার ভালবাসার অনুভূতিতে আনন্দ পায়।

ছোট পাখি লতানো গাছটিকে ভালবাসে

যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হয়, তখন অন্যান্য পাখীরা মিসরের দিকে উড়ে যায়। তারা এই পাখিটিকে তার ভালবাসার আবেশে রেখে চলে যায়। পাখিটি একাই তার ভালবাসার গাছটির কাছে সময় কাটায়। এভাবে তার ছয়টি সপ্তাহ কাটলো। কিন্তু লতা গাছটির কাছে একাকী থাকা আর ভাল লাগে না।

পাখিটি ভাবে, "গাছটি তো কোন কথা বলে না। সে কি আদৌ আমাকে ভালবাসে? সে তো তার নিজ দেশকে ভালবাসে। আর আমি ঘুরে ফিরছি অন্য দেশে। সে যদি আমাকে ভালবাসে, তাহলে তার উচিত আমার সাথে যাওয়া।"

শেষ পর্যন্ত পাখিটি লতাগাছকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি আমার সাথে যাবে?"

লতাগাছটি তার মাথা নাড়ে ডানে আর বায়ে। তার মানে, সে তার নদীর পারের সুন্দর স্থানটি ছেড়ে যেতে চায় না। কাজেই পাখিটি দুঃখের সাথে বললো, "তা হলে ঠিক আছে। আমি তোমাকে ছাড়াই মিসর চলে যাচ্ছি। বিদায়!"

এই বলে সে উড়ে যায়।

পাখিটি সারা দিন উড়তে থাকে। সে উড়তে উড়তে রাতের বেলা এক বড় শহরে পৌছে। সেখানে পৌছে সে ভাবে, "এখানে আমি কোথায় থাকবো? আমি নিদ্রার জন্য কোথায় একটা বিছানা পাবো?" এসব ভাবতে ভাবতে সে লম্বা স্তম্ভের উপর সুখী যুবরাজের মূর্তি দেখতে পেলো।

পাখিটি যুবরাজের মূর্তি দেখতে পেলো

সে ভাবলো, "আমি তো এখানেই থাকতে পারি। এখান থেকে আমি নিচের শহর দেখতে পারবো, আর উপরে আকাশও দেখতে পারবো।"

এরপর সে সুখী যুবরাজের পায়ের কাছে বসে পড়ে এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে মনে মনে বলে, "আমি রাত কাটাবার জন্য একটা স্বর্ণের কক্ষ পেলাম।" এমন ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

এক সময় হঠাৎ তার উপর পানির একটা বড় ফোটা পড়লো। এরপর তার মাথার উপর আরেকটি ফোটা পড়লো। সে ভাবে, "আশ্চর্য তো! বৃষ্টি হচ্ছে! যে লতাগাছটিকে আমি ফেলে এসেছি, সে তো বৃষ্টি পছন্দ করে, আমি তো পছন্দ করি না!"

"আমার ঘুমের জন্য এর চেয়ে ভাল একটা বিছানা দরকার। এই মূর্তিটি বৃষ্টির সময়ে কোন কাজের নয়। কিন্তু একি, আকাশ তো পরিষ্কার হয়ে গেলো! বেশ তো!"

এমন সময়, যখন পাখিটি উড়বার জন্য ডানা মেলছিল, বৃষ্টির তৃতীয় আরেকটি ফোঁটা ঝরে পড়লো তার উপর। তখন ছোট্ট পাখিটি তাকায় উপরের দিকে। সে কি দেখতে পায়? সে দেখতে পায় সুখী যুবরাজের কালো চোখ। মূর্তিটির স্বর্ণের মুখমণ্ডল বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু। অশ্রু ঝরে পড়ছে পায়ের কাছের পাখিটির উপর।

সুখী যুবরাজ কাঁদছে? তার চেহারায় এতো শোক? অথচ সে কতো সুন্দর! এ অবস্থা দেখে ছোট পাখিটির অনেক দুঃখ হলো।

পাখিটি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" মূর্তিটি জবাব দিলো, "আমি সুখী যুবরাজ।"

"তুমি সুখী হলে কাঁদছো কেনো?"

"এ নামটি দেয়া হয়েছে আমার সুদিনের সময়।" তখন আমি সুখী ছিলাম।

পাখিটি মূর্তির পায়ের কাছে রাত কাটায়। এ সময়
সুখী যুবরাজের চোখ বেয়ে জল পড়ে

এরপর সে তাকে রাজপ্রাসাদের পুরনো দিনগুলোর কাহিনী শুনালো। আর বললো, "আজ আমি মৃত, এখানে দাঁড়িয়ে। আমার হৃদয় শক্ত এক টুকরো ধাতু। আমি এখন কাঁদছি, কারণ এখান থেকে আমি গরিব মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। আরো দেখতে পাচ্ছি, আমার শহরের কুৎসিত কাজ কারবার।"

পাখিটি ভাবলো, মূর্তিটি আসলে স্বর্ণ নয়, বরং এটি যেনো ভাল পরিবারের একটি পাখি। সুতরাং সে যুবরাজকে আর কিছু বললো না।

এরপর মূর্তিটি মৃদু কণ্ঠে পাখিটিকে বললো, "অনেক দূরে ছোট এক সড়কে একটি গরিব বাড়ি আছে। তার খোলা জানালার কাছে এক টেবিলে এক ক্লান্ত মহিলা বসে আছে। তার হাত অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। সে রাজপ্রাসাদের এক যুবতীর জন্য রাতের পোষাক তৈরি করছে। এতে লাল সুন্দর ফুল রয়েছে। তার পাশে এক ছোট বিছানায় শুয়ে আছে তার অসুস্থ ছেলে। তার গায়ে জ্বর। ছেলেটি কিছু খেতে চায় এবং পানীয় চায়। কিন্তু তার মা তা দিতে পারে না। তার পয়সা নেই, ঔষধও দিতে পারে না। কাজেই সে সুস্থ হয়ে উঠছে না। হে পাখি, তুমি আমার তলোয়ার থেকে লাল রুবিটি টেনে খুলে নাও। আর উড়ে গিয়ে তাদেরকে দাও। আমার পা এই স্তম্ভ থেকে আলাদা হতে পারবে না। সুতরাং আমি নড়তে পারছি না।"

ছোট্ট পাখিটি জবাব দিলো, "কিন্তু আমার বন্ধু পাখিরা তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বছরের এ সময় তারা কায়রোর নীল নদে উড়ে বেড়ায় এবং নীল নদের ফুলগুলোর সাথে খোশগল্প করে। তাদের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য আমাকে এখনি উড়ে যেতে হবে।"

ক্লান্ত গরিব মহিলা রাজকন্যার জন্য কাপড় সেলাই করছে।
পাশেই শুয়ে আছে তার অসুস্থ ছেলে।

মূর্তিটি বললো, "পাখি, ছোট্ট পাখি, আমার সাথে শুধু একটি রাত থেকে যাও। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো। সে ছেলেটি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আর তার মা বড়ই দুখী।"

পাখি বললো, "আমি ছেলেদেরকে খুব একটা পছন্দ করি না। তারা ছোট্ট ছোট্ট পাখিকে পাথর দিয়ে আঘাত করে। আমার মনে পড়ে, গত গ্রীষ্মে দু'টি দুষ্ট ছেলে নদী তীরে .....।"

সুখী যুবরাজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পাখিটির দিকে তাকায়। এতে পাখিটির খারাপ লাগে। সে কাউকে 'না' বলা পছন্দ করে না।

দুটি দুষ্ট ছেলে পাখিদেরকে পাথরের গুলি মারে

"..... যাক, আমি তো দ্রুত উড়তে পারি। এখানে তো এখন ভীষণ শীত, তবে হ্যাঁ, আমি তোমার সাথে এক রাত থাকতে পারি, আর তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

"ছোট পাখি, তোমাকে ধন্যবাদ," বললো যুবরাজ।

এরপর ছোট পাখিটি যুবরাজের তলোয়ারের রুবিটি খুলে নেয়। সে এই লাল রংয়ের অত্যন্ত দামি রুবি পাথরটিকে মুখে নিয়ে শহরের উপর দিয়ে উড়ে যায়।

যখন সে রাজ প্রাসাদের উপর দিয়ে উড়ে যায় তখন রাজ প্রাসাদের যুবতির দিকে তার নজর পড়ে। সে একটি খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে রয়েছে একটি যুবক।

যুবকটি বলছে, "কতই না সুন্দর এই রাত। আর কতই না সুন্দরী তুমি।"

যুবতী বলে, "আমার নতুন পোশাকটি কি তৈরি হয়েছে? আমি এক্ষুণি তা পরতে চাই। আমি তার উপর লাল ফুলের কালো ছায়া দেখতে চাই। এই দর্জিরা কেন আরো দ্রুত পোশাক তৈরি করতে পারে না?"

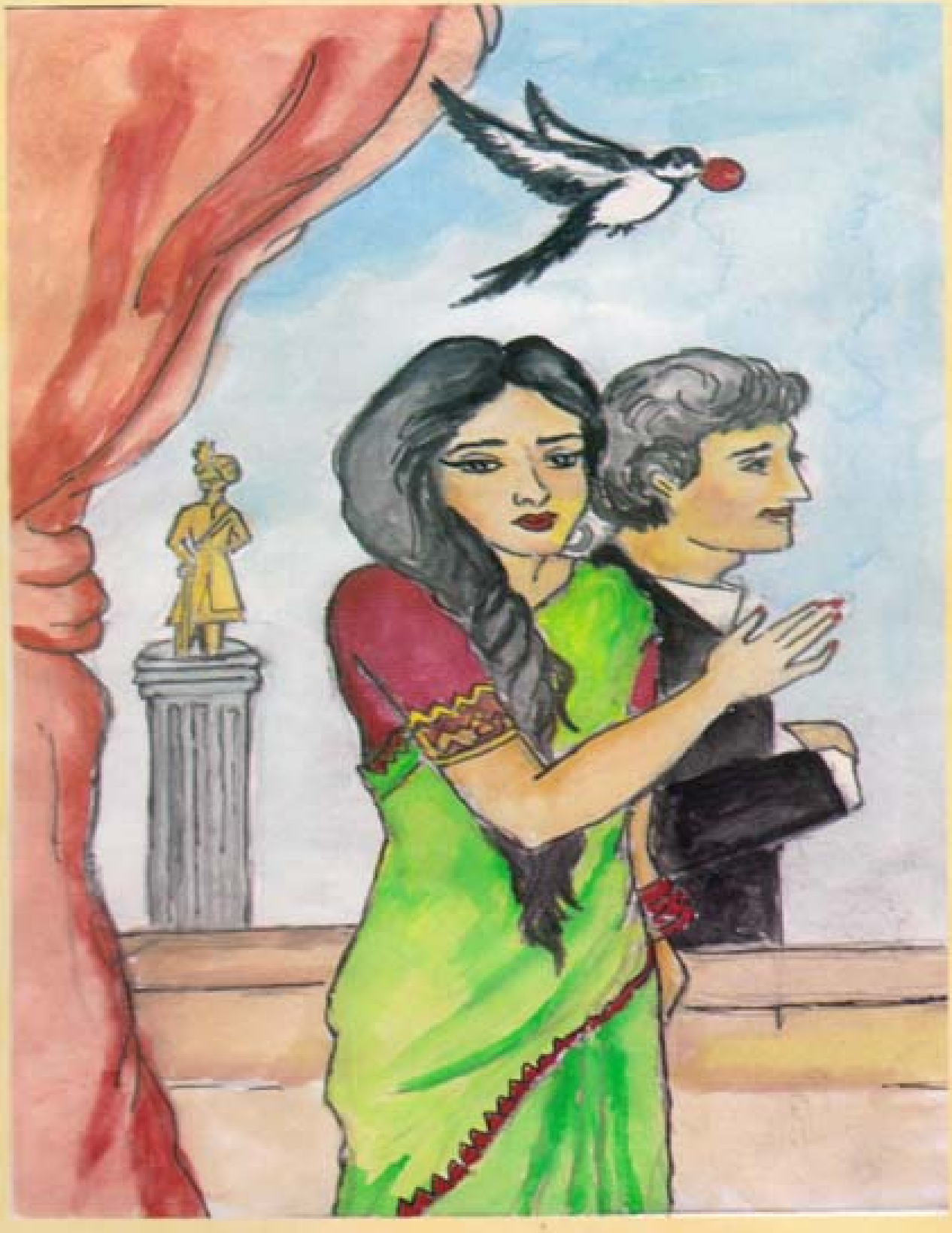

রাজ প্রাসাদের জানালায় যুবক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে।
উপর দিয়ে পাখিটি দামি রুবি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

ছোট পাখিটি নদীর উপর দিয়ে উড়ে যায়। সে উড়ে যায় ছোট ছোট দোকানগুলোর উপর দিয়ে। এরপর বড় দোকানগুলো পার হয়ে ছোট গলির গরিব ঘরে পৌঁছায়। যেখানে রয়েছে দুখী মা এবং তার ছেলে।

যখন পাখিটি সেখানে পৌঁছে তখন সেই দুখী মা চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে। আর ছেলেটির মাথা জ্বরের তাপে গরম। সে ঘুমাতে পারছে না। পাখিটি সে ঘরে ঢুকে, আর দুখী মায়ের হাতের কাছে রুবিটি রেখে দেয়। এরপর সে অসুস্থ ছেলেটির বিছানার চারদিকে উড়তে থাকে। এভাবে সে তার পাখার বাতাস দিয়ে ছেলেটির মাথার তাপ কমিয়ে ঠাণ্ডা করে দেয়।

ছেলেটি বলে উঠলো, "কি মজা, আমার তো এখন ভাল লাগছে।"

এভাবে বিছানায় তার অস্বস্তির নড়াচড়া থেমে গেল এবং সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ছেলেটি যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তখন পাখিটি সুখী যুবরাজের কাছে উড়ে গেলো।

ফিরে গিয়ে পাখিটি বলে, "কি মজা, কি আশ্চর্য! রাতটি এতো ঠাণ্ডা, অথচ আমি অনুভব করছি উষ্ণতা।"

যুবরাজ বললো, "হ্যাঁ, এমনই হয়, যখন তুমি কোন মানুষের উপকার করো তখন এমনই হয়।"

পাখিটি এ ব্যাপারে ভাবতে থাকে। এক সময় সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আসলে সে যখন কোন ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

পরের দিন পাখিটি সকাল সকাল গোসল করার জন্য নদীর দিকে উড়ে যায়। আর মনে মনে ভাবে, "আজ রাতেই আমি মিসর যাচ্ছি।"

সারাটা দিন পাখিটি গোটা শহর উড়ে বেড়ায়। শহরের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ দালান ও স্থাপনা ঘুরে ঘুরে দেখে।

একজন বৃদ্ধ লোক পাখিটিকে দেখে বলে, "কি আশ্চর্য! বছরের এই সময় এখানে একটা পাখি!" এরপর সে এ বিষয়ে সংবাদপত্রে একটা বড় গল্প লেখে।

রাতে পাখিটি সুখী যুবরাজের নিকট উড়ে যায়। সে যুবরাজকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি মিসর থেকে কী চাও? আমি এখনই মিসরের দিকে রওনা দিচ্ছি।"

যুবরাজ বললো, "পাখি, ছোট পাখিটি, তুমি দয়া করে আমার সাথে আরেকটি রাত থাকো।"

"কিন্তু আমার অন্যান্য পাখি বন্ধুরা তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কাল আমাদের নীল নদের উপর দিয়ে উড়ে লুক্সর যাওয়ার কথা।"

একজন বৃদ্ধ লোক অসময়ে একটি
পাখি দেখে আশ্চর্য হয়।

"পাখি, পাখি, একটা কথা শোন। শহরের পর অনেক দূরে আমি একটি ছোট ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি। সে একটি ছোট চালা ঘরে কাজ করছে। সে থিয়েটারের জন্য একটা নাটক লিখছে। তার পাশে কয়েকটি শুকনো ফুল রয়েছে। তার বড় বড় চোখে রয়েছে অনেক স্বপ্ন। কিন্তু এই শীতে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে, এবং সে ক্ষুধার্ত। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। লিখতে পারছে না।"

পাখিটি জবাব দিলো, "আরেকটি পুরো রাত আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। আমি কি এক্ষুণি একটা রুবি নিয়ে তাকে দিয়ে আসতে পারি?"

যুবরাজ বললো, "দুখের বিষয় আমার কাছে আর কোন রুবি নেই। এখন শুধু আমার চোখের নীল মুক্তাগুলো আছে। এগুলোকে সুদূর ভারত থেকে আনা হয়েছে। এখান থেকে তুমি একটা মুক্তা টেনে নাও এবং তাড়াতাড়ি সেই গরিব ছেলেটির কাছে দিয়ে আসো। তাহলে সে এটি বিক্রি করে ভাল খাবার পাবে। এই শীতে গরম কাপড় পাবে। এরপর সে তার নাটক লেখা শেষ করতে পারবে।"

ছোট পাখিটি চিৎকার করে বলে, "প্রিয় যুবরাজ, আমি তা করতে পারবো না।"

যুবরাজ বলে, "পাখি, পাখি, ছোট পাখি, তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে।"

সুতরাং পাখিটি যুবরাজের চোখ থেকে একটা নীল মুক্তা খুলে নেয়। এরপর সে মুক্তাটিকে মুখে নিয়ে গরিব ছেলেটির চালা ঘরের দিকে যায়। সে যখন সেখানে পৌছলো তখন ছেলেটি ছিল ক্লান্ত শ্রান্ত। সে তার হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল। সে পাখিটির উড়ে আসার শব্দ পায়নি। পাখিটি টেবিলের উপর ফুলগুলোর কাছে মুক্তাটি রেখে উড়ে গেলো।

ছেলেটি হঠাৎ উঠে সেখানে এই মূল্যবান নীল মুক্তাটি দেখতে পেলো।

সে চিৎকার করে বললো, "এ কি, কেউ মনে হয় আমার কাজটি খুবই পছন্দ করেছে । এখন আমি আমার নাটক লেখার কাজ শেষ করতে পারবো।"

পাখিটি যখন চালাঘরে যায়, তখন গরিব ছেলেটি ক্লান্ত
ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে

পরের দিন পাখিটি সমুদ্রের দিকে উড়ে যায়। প্রথমেই সে একটি জাহাজ দেখতে পায়, যা কোন দূরদেশ থেকে এসেছে। এরপর সে দেখতে পায়, শহর থেকে লোকজন আসছে। এবং এই জাহাজ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে।

পাখিটি চিৎকার করে বলে, "আমি মিসর যাচ্ছি"। কিন্তু তার কথা কেউ শুনে না।

যখন রাত হলো তখন পাখিটি সুখী যুবরাজের কাছে ফিরে যায়। সে বলে "আমি তোমার নিকট থেকে বিদায় নিতে এসেছি"।

যুবরাজ বলে, "পাখি, পাখি, ছোট পাখিটি, দয়া করে আমার সাথে আরেকটি রাত থেকে যাও।"

পাখিটি বলে, "এখানে অনেক ঠাণ্ডা বরফ পড়বে, অথচ এখন মিসর হলো গরম। সেখানকার নীল আকাশে উষ্ণ হলুদ সূর্য আছে। আমার প্রিয় যুবরাজ, তোমাকে এখন ছেড়ে যেতেই হবে। তবে আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। আর যখন আমি আগামী বছর আসবো তখন তোমার জন্য একটা নীল মুক্তা নিয়ে আসবো। আমি তোমাকে তোমার হারানো চোখ ফিরিয়ে দিতে চাই। আর তোমার তলোয়ারের হারানো মুল্যবান লাল রুবিটিও ফিরিয়ে দিতে চাই।"

তখন যুবরাজ মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকে, "আমাদের নীচের দিকে শহরের এক কোনায় একটা দরিদ্র ছোট মেয়ে রয়েছে। সে দিয়াশলাই বিক্রি করছে। কিন্তু তার দিয়াশলাইগুলো তার পায়ের কাছে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গেছে। সে এগুলো বিক্রি করতে পারছে না। কোন মানুষই এমন ময়লা ভেজা দিয়শলাই কিনতে চায় না। তার ঘরে আছে তার পিতা। সে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার পিতা সব সময় মেয়ের প্রতি রেগে থাকে। যখনই মেয়েটি টাকা পয়সা ছাড়া ঘরে ফিরে, তখন তার পিতা তার মাথায় আঘাত করে। আর সে কাঁদে। তার পায়ে কোন জুতো নেই। তার মাথায় দেয়ার মতো কোন কাপড় নেই। তুমি আমার আরেকটি চোখ খুলে নাও এবং এটি নিয়ে সে মেয়েটিকে দাও।"

এ কথা শুনে পাখিটি চিৎকার করে বলে, "আমি এখানে আরেকটি রাত অপেক্ষা করতে পারবো না। আমি তোমার আরেকটি চোখ খুলে নিতে পারবো না।"

যুবরাজ মিনতি করে বলে, "পাখি, পাখি, ছোট পাখিটি, আমার জন্য তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে।"

গরিব মেয়ে রাস্তায় দিয়াশলাই বিক্রয় করছে, কিন্তু তা রাস্তায় পড়ে গিয়ে ভিজে গেছে। কেউ তা কিন্‌ছে না।

শেষ পর্যন্ত পাখিটি যুবরাজের চোখ থেকে মুক্তা টেনে বের করে নিলো। আর তা মুখে নিয়ে সেই ছোট মেয়েটির দিকে উড়ে গেলো। মেয়েটি সেখানে দাড়িয়ে কাঁদছিল। পাখিটি সে মুক্তা মুখে নিয়ে তার কাছে যায় এবং মেয়েটির হাতে মুক্তাটি রেখে দেয়। মেয়েটি সেই সুন্দর নীল মুক্তটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

মেয়েটি আনন্দে চিৎকার করে বলে, "কত সুন্দর এই মুক্তাটি।"

দিয়াশলাই বিক্রেতা গরিব মেয়েটি দামি মুক্তা পেয়ে মহাখুশী

এরপর ছোট পাখিটি যুবরাজের কাছে উড়ে যায় আর বলে, "তুমি তো এখন অন্ধ। কাজেই এখন থেকে আমি সব সময় তোমার নিকটই থাকবো।"

বেচারা যুবরাজ জবাব দেয়, "না, ছোট পাখিটি, তোমাকে অবশ্যই মিসরের দিকে উড়ে যেতে হবে, যেখানে সূর্যের তাপ আছে।"

ছোট পাখিটি জবাব দেয়, "এখন থেকে আমি তোমার নিকটই থাকছি। এরপর যুবরাজের পায়ের কাছে শুয়ে পাখিটি ঘুমিয়ে পড়ে।"

পরের দিন পাখিটি যুবরাজের কাঁধের উপর বসে, আর তাকে মিসরের গল্প শোনায়। সে তাকে নীল নদের কথা শোনায়। ছোট শহর বড় শহরের কথা বলে। মিসরের মানুষের কথা বলে। তাদের কর্মকাণ্ডের কথা বলে। আর মিসরের সব আশ্চর্য এবং সুন্দর সুন্দর কাহিনী শোনায়। যা মিসরে গেলে উপভোগ করা যায়।

যুবরাজ বলে, "আমার ছোট পাখিটি, তুমি আমাকে মিসরের এত কথা শোনাচ্ছ। কিন্তু আমি তো এই শহরের মানুষের কথা জানতে চাই। তুমি গোটা শহরটি উড়ে যাও, আর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখো। সেখানে কি দেখতে পাও? যখন তোমার দেখা শেষ হবে তখন আমার কাছে ফিরে এসো। এবং আমাকে সবকিছু বলো।"

সুতরাং ছোট পাখিটি এই বড় শহরের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। আর শহরের মানুষর জীবনযাত্রা দেখতে থাকে। সে দেখতে পায়, অনেক জমকালো অট্টালিকা আছে, যার পাশে রয়েছে অনেক ভিক্ষুক।

পাখিটি দেখলো জমকালো শহরে রাস্তায়ই ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক

সে ফিরে আসে। ফিরে এসে যুবরাজকে সবকিছু বলে। সে বলে, "শহরে আছে ক্ষুধার্ত শিশু। তারা আঁধারে ঘেরা ময়লা রাস্তায় পড়ে আছে..... আর আছে শীতে আড়ষ্ট গরিব শিশুরা। তাদের ঘুমাবার কোন জায়গা নেই।"

একথা শুনে যুবরাজ বললো, "তুমি আমার দেহে যতো স্বর্ণ টুকরো আছে সবগুলো খুলে নাও এবং এগুলো নিয়ে গরিব মানুষকে দাও। হয়তো এতে তারা একটু সুখ পাবে।"

কাজেই ছোট পাখিটি যুবরাজের মূর্তি থেকে সবগুলো স্বর্ণের টুকরো খুলে নিলো। এতে করে সেই যুবরাজকে দেখতে মনে হলো সে যেন এক বৃদ্ধ লোক। যার গায়ের রং ধূসর। যা হোক, পাখিটি সে স্বর্ণের টুকরোগুলো নিয়ে গরিব লোকগুলোর কাছে চলে যায়। আর সেগুলো তাদের দিয়ে আসে।

স্বর্ণ টুকরাগুলোর বিনিময়ে মানুষ খাবার পায়। এই শীতে কাপড় কিনতে পারে। শিশুগুলোকে আগের চেয়ে ভাল দেখায়। তাদের দেহে ও মুখে মাংস হয়। তাদের রং হয় উজ্জ্বল। তারা এখন হাসতে পারে। রাস্তায় খেলতে পারে।

শিশুগুলো আনন্দে চিৎকার করে বলে, "কি মজা, আমরা এখন খাবার পাচ্ছি।"

এরপর শীত আরো বাড়ে। বরফ পড়ে। বরফ পড়ে শহরের রাস্তাগুলো হয়ে গেছে সাদা। ভীষণ ঠাণ্ডা। ধনীরা গরম কাপড় পড়ছে। তাদের ছেলেরা লাল গরম টুপি মাথায় দিয়ে নদীর পাড়ে বরফে খেলছে। ছোট পাখিটি শীতে কাঁপছে। কিন্তু সে যুবরাজকে ভালবাসে। তাকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না। সে এক রুটিওয়ালার দোকানে উড়ে যায় এবং যখন কেউ তার দিকে তাকায় না, সে রুটির টুকরো নিয়ে খেয়ে ফেলে। আর ঘন ঘন পাখা নাড়তে থাকে যাতে তার দেহ গরম হতে পারে। কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না। শীত আরো বাড়ে। তার ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে।

ঠাণ্ডায় পাখিটির মরার দশা। এই মরণাপন্ন অবস্থার কথা সে নিজেও বুঝতে পারে। সে যেন নড়তে পারছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে শেষ বারের মতো যুবরাজের কাঁধে এবং উপরে উড়তে থাকে।

সে মৃদু কণ্ঠে বলে, "বিদায় যুবরাজ। আমি কি তোমার হাতে চুমু খেতে পারি?" যুবরাজ বলে, "ভাল কথা তুমি মিসর যাচ্ছ, আমি এতে খুশি। তোমার জন্য এখানে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তবে যাবার আগে তুমি আমার মুখে চুমু খাও। "

পাখিটি উত্তর দিল, "আমি মিসর যাচ্ছি না। বরং আমি যাচ্ছি নিদ্রাপুরীর রাজ্যে। দেখতেই পাচ্ছ আমি মরণাপন্ন।" এরপর পাখিটি যুবরাজের মুখে চুমু খায়। আর অমনি হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং যুবরাজের পায়ের উপর পড়ে যায়। এ সময় হঠাৎ আশ্চর্যভাবে যুবরাজের মূর্তিতে ফাটল দেখা দেয়। তার হৃদপিণ্ড দু-টুকরো হয়ে যায়। এ বছর সত্যিই ভীষণ শীত!

পরের দিন সকালের কথা। শহরের মেয়র এবং তার সাথে কর্মকর্তাগণ সেই মূর্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে মূর্তির দিকে তাকিয়ে মেয়র জোর গলায় বললেন, "কি ব্যাপার? আজ আমাদের যুবরাজের একি কুৎসিত চেহারা!"

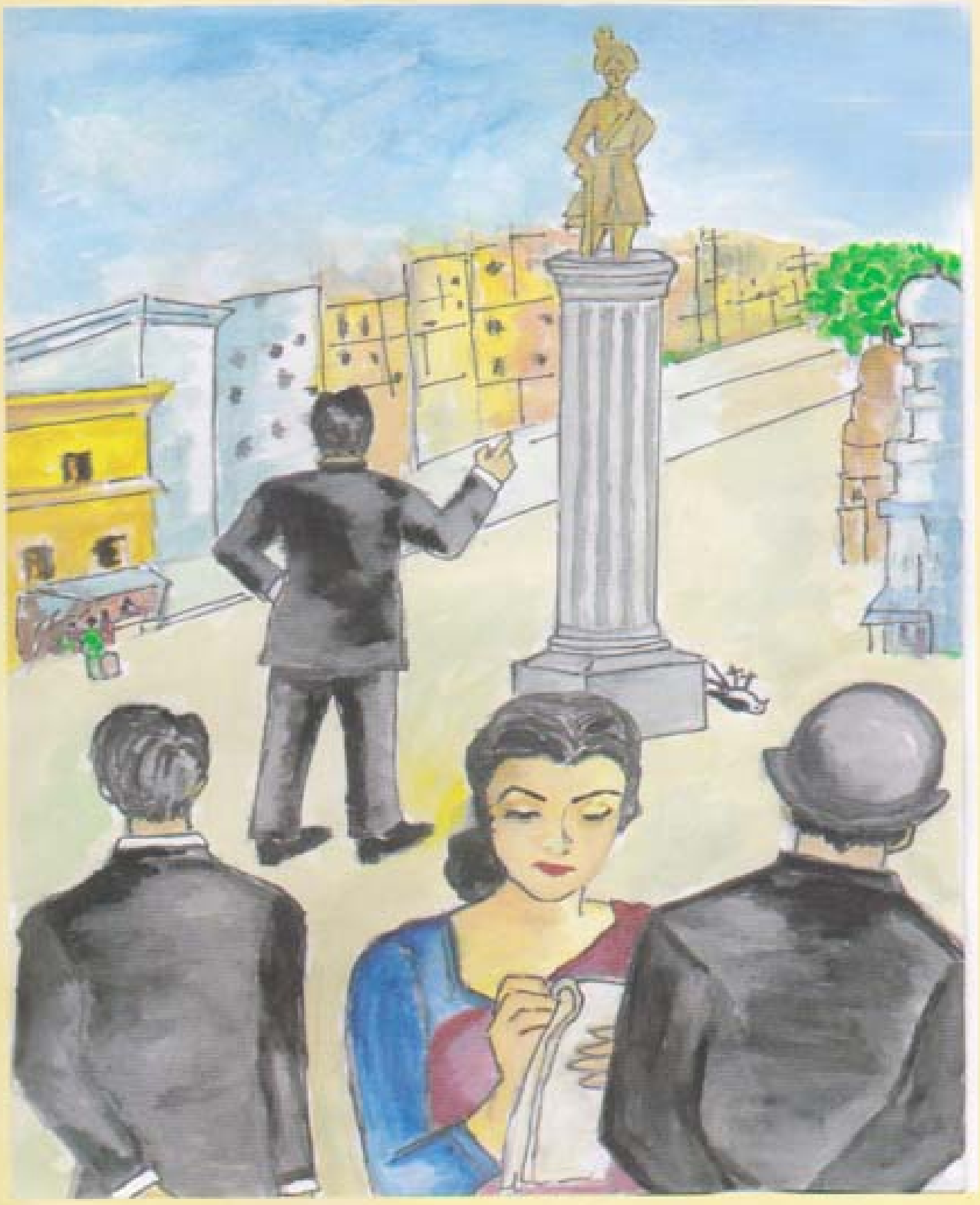

শহরের মেয়র বলেন, যুবরাজের একি কুৎসিত অবস্থা!

এ কথা শুনে মেয়রের সাথের কর্মকর্তারা বললো, "জ্বি হ্যাঁ, অত্যন্ত কুৎসিত।" আসলে মেয়রের সাথের কর্মকর্তাদের এটাই অভ্যাস। মেয়র যা বলে তারা সবাই তার পুনরাবৃত্তি করে, আবার বলে, আবার বলে।

তারা সবাই মূর্তিটির কাছে গেলো। আর তা ভালভাবে দেখতে লাগলো। তারা যুবরাজের মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "তার তলোয়ারের রুবি কোথায়? তার চোখের মুক্তা কোথায়? তার দেহের স্বর্ণের পাত কোথায়? তাকে তো কোনভাবেই একজন ভিক্ষুকের চেয়ে ভাল মনে হচ্ছে না।"

মেয়রের এই কথা শুনে তার সাথের কর্মকর্তারা বললো, "সত্যিই এখন যুবরাজ একটি ভিক্ষুকের চেয়ে ভাল নয়।"

তারা আরো বললো, "এই দেখো, মূর্তিটির গোড়ায় রয়েছে একটা মৃত পাখি। এটা অত্যন্ত খারাপ কথা। আমাদের অবশ্যই একটা আইন করতে হবে। শহরের কেন্দ্রস্থলে কোন পাখি মরতে পারবে না।" কর্মকর্তাগণের একজন এ কথাটি তার নোট বইয়ে লিখে নেয়।

এরপর মেয়র ও তার লোকেরা এই মূর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেলে এবং এটাকে আগুন দ্বারা গলিয়ে ফেলে।

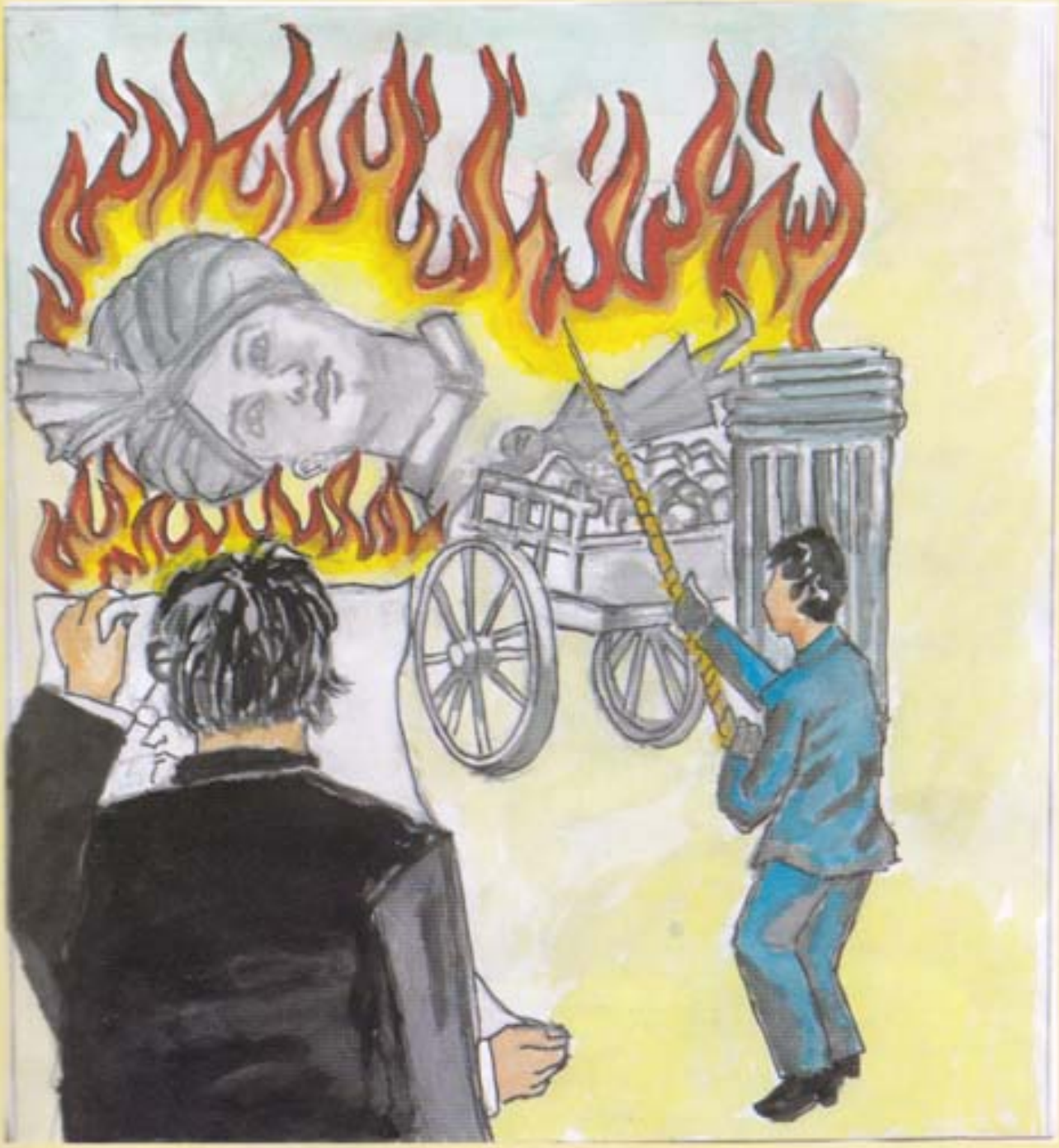

মেয়র ও তার লোকেরা মূর্তিটি আগুন দ্বারা গলিয়ে ফেলে

এবার মেয়র বলেন, আমরা এখন যুবরাজের এই মূর্তিটির গলিত পদার্থ দিয়ে আরেকটা নতুন মূর্তি তৈরি করতে পারি। আর সেটা হবে আমার মূর্তি।

মেয়রের এই কথা শুনে তার সাথে সাথে কর্মকর্তাগণও বলে, "হা, আমার মূর্তি, আমার মূর্তি। তারা এ কথা বলতেই থাকে, আর থামে না।"

অগ্নিকুণ্ড দ্বারা মূর্তিটিকে গলাতে গলাতে একজন শ্রমিক বলে উঠলো, "কি আশ্চর্য, যুবরাজের সীসা হৃদপিণ্ডটি ভেঙ্গেছে বটে, কিন্তু তা গলছে না। কাজেই এটাকে আমরা ছুড়ে ফেলে দেবো।"

সুতরাং তারা যুবরাজের হৃদপিণ্ডটিকে শহরের আবর্জনা ফেলার স্থানে ফেলে দিলো। আর সেটি গিয়ে পড়লো সেই স্থানে যেখানে মৃত পাখিটির দেহটি পড়ে আছে।

এর কিছুক্ষণ পর আল্লাহ কথা বললেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে বললেন, "তোমরা সেই শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি জিনিস আমার কাছে নিয়ে আসো।"

ফেরেশতারা শহরে গিয়ে দেখলো, শহরের আবর্জনা ফেলার স্থানে যুবরাজের ভাঙ্গা সীসার হৃদপিণ্ড এবং পাখিটি পড়ে আছে। তারা এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আল্লাহর কাছে নিয়ে গেলো।

তখন আল্লাহ এই গুরত্বপূর্ণ দুটি জিনিস দেখে বললেন, "তোমরা ঠিক কাজ করেছো। কারণ, এখন থেকে এই পাখিটি আমার বাগানে চিরদিন মহা আনন্দে গান গেয়ে কাটাবে। আর এই যুবরাজও আমার স্বর্ণের শহরে চিরদিন আনন্দে বাস করবে।"

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিশুতোষ বই

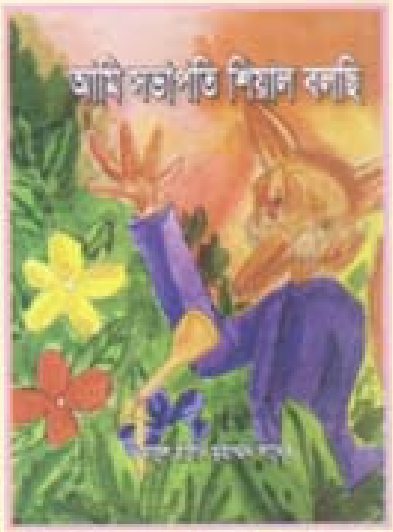

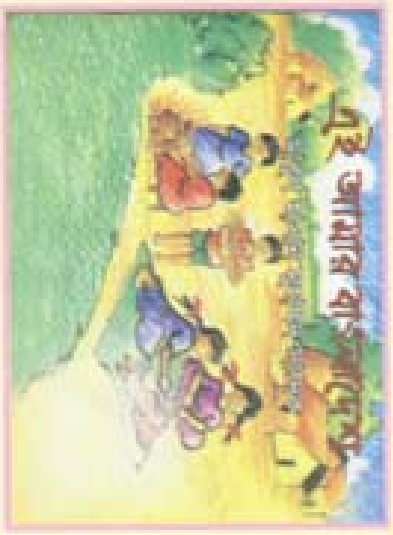

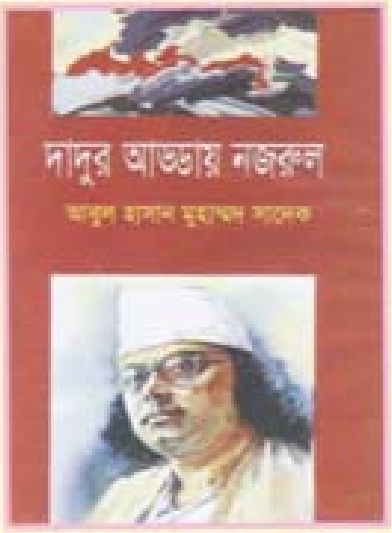

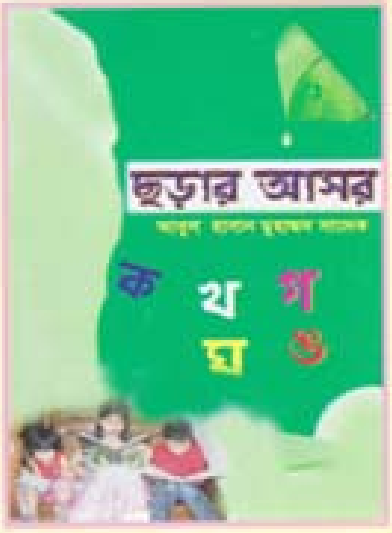

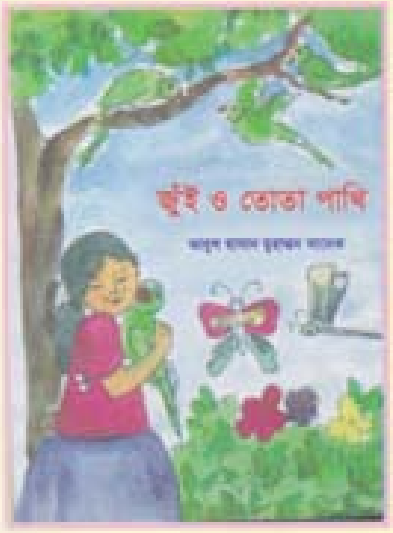

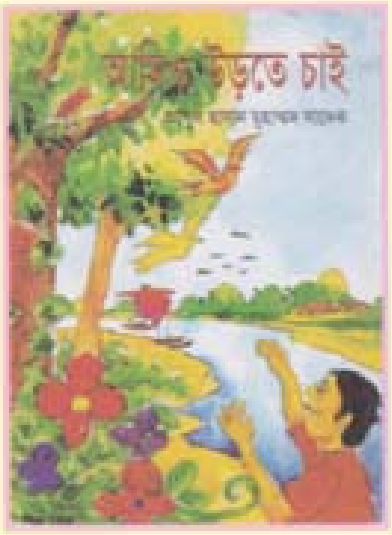

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক-এর উল্লেখযোগ্য কিছু বই

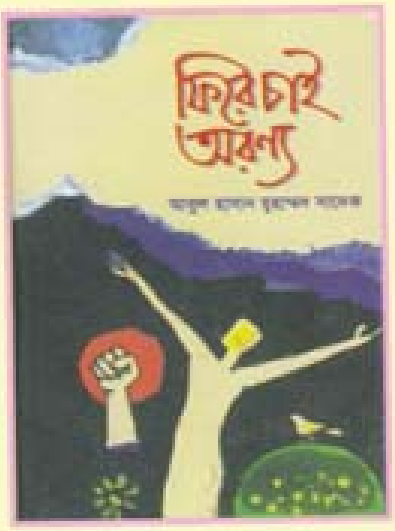

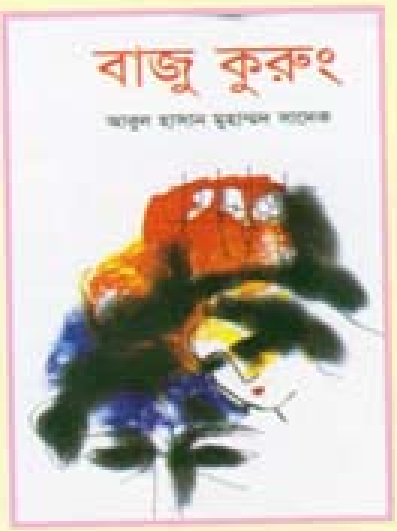

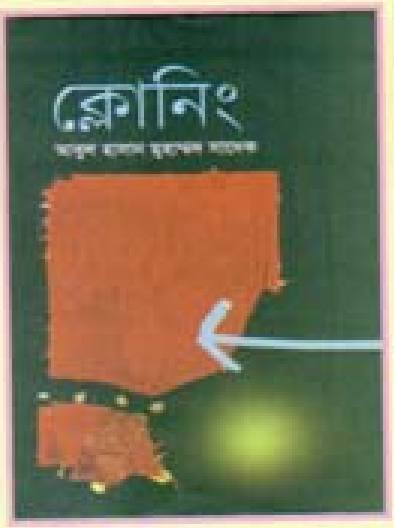

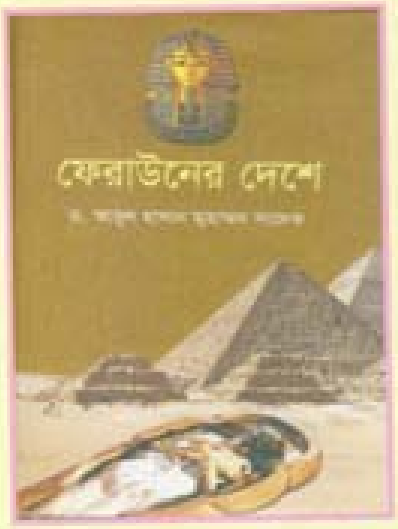

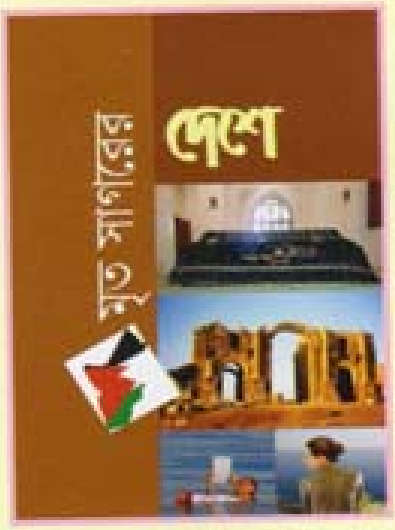

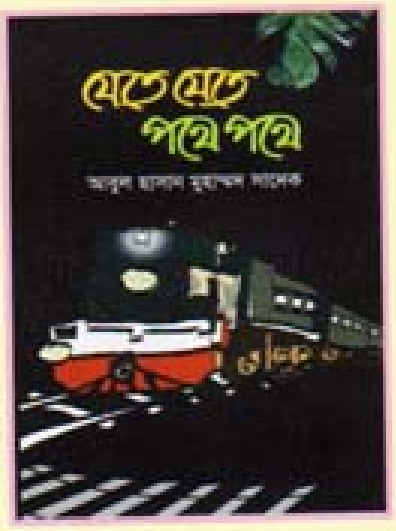

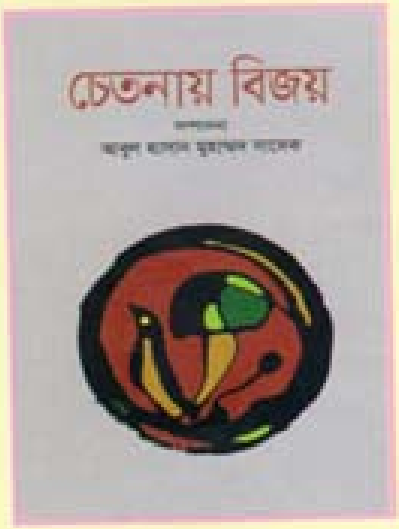

অস্কার ওয়াইল্ড

অস্কার ওয়াইল্ড একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও শিশু সাহিত্যিক। The Happy Prince হলো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রূপকথার গল্প। "সুখী যুবরাজ" এর বাংলা অনুবাদ। আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক এর বাংলা অনুবাদ করেন। অস্কার ওয়াইল্ড ১৮৫৪ সনে আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন, অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেন, পরে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৯০০ সনে প্যারিসে পরলোক গমন করেন। মাত্র ৪৬ বছরের জীবনে তিনি সাহিত্যের জগতে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল বর্ণাঢ্যময় ও জাকজমকপূর্ণ। তাঁর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো-The Selfish Giant, The Nightingale and the Rose, The Happy Prince, An Ideal Husband, The Canterville Ghost, Picture of Dorian Gray, Ravenna, The Ballad of Reading Goal, The Sphinx.

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক একাধারে কবি, গল্পকার, ছড়াকার, ভ্রমণ কাহিনীকার, শিশু সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার ও অনুবাদ সাহিত্যিক। তিনি ১৯৫৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন নরসিংদি জেলার পীরপুর গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স এবং পরে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘ সময় বিদেশে অধ্যাপনা করেন।

শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি অনেক সম্মাননা লাভ করেন, যার অন্তর্ভুক্ত হলো: ইন্টারন্যাশনাল ম্যান অব দ্যা ইয়ার ইন এডুকেশন ২০০০-২০০১ (Oxford); কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শিক্ষা পুরস্কার ২০০৮; মাদার তেরেসা স্বর্ণ পদক ২০০৯; স্যার সুবাসচন্দ্র বসু এ্যাওয়ার্ড ২০১১, রয়েল একাডেমি এ্যাওয়ার্ড, জর্ডান, ২০১৬; Bangladesh Education Leadership Award 2017. বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য তিনি।

তাঁর প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: বাজু কুরুং (ছোটগল্প); ফিরে চাই অরণ্য (কাব্যগ্রন্থ); ক্রোনিং (কাব্যগ্রন্থ); ডালি (কাব্যগ্রন্থ) চেতনায় বায়ান্ন (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ) ও চেতনায় বিজয় (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ); ফেরাউনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী); মৃত সাগরের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)। শিশুতোষ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলো- দাদুর আড্ডায় নজরুল (গল্পে জীবনী); এই আমার বাংলাদেশ (ছড়া); আমিও উড়তে চাই (ছড়া); তুমিও করতে পারো (ছড়া); জুঁই ও তোতা পাখি (গল্প); আমি সভাপতি শিয়াল বলছি (গল্প); ছড়ার আসর (ছড়া); আমি যদি পাখি হতাম (ছড়া); দেশটাকে গড়বো (ছড়া); আসমার ঈদের জামা (রূপকথার গল্প) ইত্যাদি। এছাড়াও দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রয়েছে।

9 789849 251972